সাইবার ক্রাইম, অনলাইন কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ধরণের হয়রানি ও প্রতারণা কীভাবে ঘটে সে বিষয়ে সচেতন থাকতে করণীয়

Digital Literacy Center

দোস্ত,
সাইবার অপরাধ কীভাবে ঘটে সে বিষয়ে একটু ধারণা দিতে পারবি?

পারবো। শোন দোস্ত সাইবার অপরাধ বলতে এমন অপরাধ বুঝানো হয় যার সাথে ডিজিটাল ডিভাইস বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক জড়িত।

নানা রকম অপরাধ সাইবার ক্রাইম হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং এর বিস্তৃতি ব্যাপক। তবে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ সাইবার ক্রাইম হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

যেমন?

যেমন অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা ও প্রোপাগান্ডামূলক তথ্য প্রচার করার মাধ্যমে অনলাইনে নানা রকম হয়রানি ও প্রতারণা করা হয়ে থাকে।

তারপর অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে কাউকে অশ্লীল ও নোংরা মেসেজ পাঠানো অত্যন্ত গর্হিত একটি সাইবার ক্রাইম।

আবার পরিচিত বা অপরিচিত কাউকে অশালীন ছবি/ভিডিও প্রেরণ করার মাধ্যমে সাইবার ক্রাইম ঘটতে পারে।

আবার কারো জন্য অপমানজনক বা মানহানিকর ছবি/ভিডিও অনলাইনে আপলোড দেয়া বা আপলোডের হুমকি দেয়ার মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইল করে অনলাইনে হয়রানি ও প্রতারণা করা হয়ে থাকে।

নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে অন্যকে দিয়ে অনলাইন মাধ্যমে জোরপূর্বক কিছু করানোর মাধ্যমে অনলাইনে হয়রানি করা হতে পারে।

আর?

আর জানিস তো ফিশিং, হ্যাকিং, স্প্যামিং ইত্যাদির মাধ্যমে অনলাইন মাধ্যমের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে অনলাইনে হয়রানি করা হয়ে থাকে।

তারপর নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে অন্যকে দিয়ে অনলাইন মাধ্যমে জোরপূর্বক কিছু করানোর মাধ্যমে অনলাইনে হয়রানি করা হতে পারে।

আবার বেআইনি ও ক্ষতিকর পণ্য/দ্রব্য (মাদক, অস্ত্র ইত্যাদি) কেনাবেচা করা এবং তা ব্যবহারে অন্যকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সাইবার ক্রাইম সংগঠিত হয়।

ভাইরাস ও ম্যালওয়্যার ছড়ানোর মাধ্যমে অন্য কারো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের ক্ষতিসাধন করা হলে সেটি সাইবার ক্রাইমের আওতাভুক্ত হবে।

অনলাইন মাধ্যমে বা অন্যের কম্পিউটারে যেকোনো ধরনের তথ্য পরিবর্তন করা অথবা হার্ডওয়্যারের ক্ষতি করলে সেটি সাইবার ক্রাইম হিসেবে বিবেচিত হবে।

এছাড়া অন্য কোনো ডিজিটাল সিস্টেমে অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করলে বা প্রবেশের চেষ্টা করলে সেটাও সাইবার অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

বুঝেছি। কী ভয়ংকর তাই না বল।

হ্যাঁ তবে কিছু ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করলেই আমরা সাইবার অপরাধ থেকে দূরে থাকতে পারি।

যেমন?

যেমন অনলাইন মাধ্যমে যেকোনো তথ্য বিশ্বাস করা ও শেয়ার করার পূর্বে যথাযথভাবে সেগুলো যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে।

কোনো তথ্য যদি শেয়ার করার উপযুক্ত না হয় তাহলে অযথা সেটি শেয়ার করা যাবে না।

তারপর অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমে অপরিচিত কাউকে বন্ধু হিসেবে যুক্ত করা যাবে না।

কাউকে বন্ধু হিসেবে যুক্ত করার আগে ভালো মত তার পরিচয় সম্পর্কে জেনে নিতে হবে।

কেউ কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করলে অথবা আজে-বাজে বার্তা ও ছবি/ভিডিও পাঠালে দেরি না করে উপযুক্ত স্ক্রিনশট নিয়ে ঐ ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট রিপোর্ট ও ব্লক করতে হবে।

কারো জন্য অপমানজনক হতে পারে এমন কোনো ছবি/ভিডিও সংগ্রহ এবং নিজের কাছে সংরক্ষণ করা যাবে না।

ব্ল্যাকমেইলের শিকার হলে যথাযথ আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে জানানোর মাধ্যমে আইনি সহায়তা নিতে হবে।

ঠিক আছে।
তারপর?

তারপর নিজের স্বার্থের জন্য কাউকে দিয়ে জোরপূর্বক অনলাইনে কিছু করিয়ে নেয়া যাবে না।

বেআইনি ও অবৈধ কোনো পণ্য অনলাইনে কেনাবেচা করা যাবে না।

নিজের ও অন্যের ব্যক্তিগত যাবতীয় তথ্যাবলী গোপন রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং অন্যের গোপনীয়তার বিঘ্ন ঘটায় এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

অপরিচিত ওয়েবসাইট থেকে যেকোনো প্রকার ফাইল ডাউনলোড করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

কম্পিউটার ভাইরাস ও ম্যালওয়্যার থেকে সুরক্ষা পেতে আপডেটেড অ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবহার করতে হবে।

অন্যের অনুমতি ব্যতিরেকে তার ব্যক্তিগত ডিভাইস ও ডকুমেন্টে হাত দেয়া যাবে না।

সেই সাথে অন্যের কোনো তথ্য পরিবর্তনের দরকার হলে অবশ্যই ঐ ব্যক্তির থেকে এই ব্যাপারে জেনে নিতে হবে যে সে তথ্যটি পরিবর্তন করতে চায় কিনা।

ঠিক আছে দোস্ত।
তোকে অনেক
ধন্যবাদ।